পুরুষতন্ত্রের মাধ্যমে একটা মানুষকে নারী করে তোলার সর্বাপেক্ষা আধুনিক হাতিয়ার হলো ধর্ম।

পুরুষ খুব ভালোভাবে জানে যে, পুরুষদের তৈরি বিধান নারীরা গ্রহণ করবে না। তাই তারা নিজেদের বিধান চালিয়ে দিয়েছে ঈশ্বরের নামে। ঈশ্বরের কথা ভাবলে সর্বশক্তিমান এক সত্ত্বার কথা মানুষের মাথায় আসে।

সনাতন ধর্মসহ প্রত্যেক ধর্মেই নারীর অবস্থান পুরুষের নিচে। তুলনামূলকভাবে ইসলাম নতুন ধর্ম। তবে ইসলামে নারীজাতিকে যেভাবে 'সম্মানিত' করা হয়েছে, তা অনেক বেশি ভয়ংকর।

ইসলাম ধর্মে নারী বিষয়ে নিচের রচনাটি মূলত কোরান, হাদিস ও নির্ভরযোগ্য অন্যান্য ইসলামী সূত্র থেকে নেয়া উদ্ধৃতির সংকলন। ক্ষেত্রবিশেষে আমি মন্তব্য না করে পারিনি।

~ O ~

সুরা বাকারা, আয়াত ২২৩ (২:২২৩):

তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর।

সুরা বাকারা, আয়াত ২২৮ (২:২২৮):

আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর, নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

সুরা নিসা, আয়াত ৩৪ (৪:৩৪):

পুরুষরা নারীর উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাজত যোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাজত করে। আর যাদের মধ্যে আবাধ্যতার আশংকা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করোনা।

সুরা নাহল- আয়াত ৪৩ (১৬:৪৩), সুরা হজ্ব আয়াত ৭৫ (২২:৭৫)

নারীকে কোনদিন নবী-রসুল করা হবে না।

সুরা ইউসুফ, আয়াত ১০৯-(১২:১০৯):

আপনার পূর্বে আমি যতজনকে রসুল করে পাঠিয়েছি, তারা সবাই পুরুষই ছিল জনপদবাসীদের মধ্য থেকে, আমি তাঁদের কাছে ওহী প্রেরণ করতাম।

সুরা আল্ আনাম আয়াত ৯ (৬:৯):

যদি আমি কোন ফেরেশতাকে রসুল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হত। এতেও ঐ সন্দেহই করত, যা এখন করছে।

(বাংলা অনুবাদে "মানুষ" ব্যবহার করলেও মূল আরবিতে "পুরুষ"-এর কথা বলা আছে। আরবি ভাষায় "মানুষ" হলো ইনসান (insaan), আর "পুরুষ" হলো "রাজাল"। কোরানের বাংলা অনুবাদে "রাজাল"-এর বাংলা "মানুষ" লিখে ধামাচাপা দিলেও প্রকৃত বাংলাটা হবে এরকম: "যদি আমি কোন ফেরেশতাকে রসুল করে পাঠাতাম, তবে সে পুরুষের আকারেই হত।")

সহিহ্ মুসলিম, বই ৩১ হাদিস ৫৯৬৬:

আবু মূসার বর্ণনা মতে নবী (দঃ) বলেছেন: "পুরুষদের মধ্যে অনেকেই ত্রুটিমুক্ত কিন্তু নারীদের মধ্যে কেউ-ই ত্রুটিমুক্ত নয়, কেবল ইমরানের কন্যা মেরী এবং ফারাওয়ের স্ত্রী আয়েশা ছাড়া"।

সুনান আবু দাউদ হাদিস থেকে; বই ১১ হাদিস নম্বর ২১৩৫:

কায়েস ইবনে সা'দ বলছেন, "নবী (দঃ) বললেন: "আমি যদি কাউকে কারো সামনে সেজদা করতে বলতাম, তবে মেয়েদের বলতাম তাদের স্বামীদের সেজদা করতে। কারণ আল্লাহ স্বামীদের বিশেষ অধিকার দিয়েছেন তাদের স্ত্রীদের ওপরে"।

সুনান আবু দাউদ, বই ১১ হাদিস ২১৪২:

ওমর বিন খাত্তাব বলেছেন: নবী (দঃ) বলেছেন, "কোন স্বামীকে (পরকালে) প্রশ্ন করা হবে না কেন সে বৌকে পিটিয়েছিল"।

(সুবহানাল্লাহ! আসুন, আমরা সবাই মিলে বউ পেটানো শুরু করি)

সুরা আল আরাফ আয়াত ১৮৯ (৭:১৮৯), এবং সুরা আর রূম আয়াত ২১ (৩০:২১):

যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্ত্বা থেকে। আর তার থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। "তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক।

(হুমম! বুঝলাম। প্রথমে আদমকে সৃষ্টি করে পরে তারই প্রয়োজনে হাওয়াকে সৃষ্টি করেন আল্লাহ। নিজেকে যখন পুরুষ ভাবি, তখন কেন যেন বুকের মধ্যে ব্যথা করে। এখন অবশ্য কারণটা জানি। আমার বুকের পাঁজরের ওই একখানা হাড্ডির শূন্যতাই ওই ব্যথার কারণ। আল্লা, তুই নারী বানাবি, ঠিক আছে, কিন্তু আমার পাঁজর নিয়া অপারেশন করছোস ক্যান? অন্যভাবে নারী বানাইলে তো আমার বুকে এতো ব্যথা করতো না।)

সুরা বাকারা, আয়াত ২৮২ (২:২৮২):

যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের আদান প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গত ভাবে তা লিখে দেবে; দু'জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর – যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

(নারীদের সব সময়ই বুদ্ধি কম। আল্লাহ তাই দুইজন নারী সমান একজন পুরুষকে মাপতেন। পুরুষরা সবাই জোরসে বলেন, সুবহানাল্লাহ!)

সহিহ্ বোখারি ভল্যুম ৭, হাদিস ৩০:

আবদুল্লা বিন ওমর বলেছেন, আল্লাহর নবী বলেছেন যে তিন জিনিসের মধ্যে অশুভ আছে, নারী, বাড়ী আর ঘোড়া।

সহিহ্ বোখারি ভল্যুম ৭, হাদিস ৩৩:

উসামা বিন যায়েদ বলেছেন, নবী বলেছেন যে আমার পর পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে বেশী ক্ষতিকর আর কিছু রইল না।

সহিহ্ বোখারি, ভলুম ১, হাদিস ৩০১:

আবু সাইদ আল খুদরী বলেছেন:- একদিন নবী (দঃ) ঈদের নামাজের জন্য মাসাল্লাতে গিয়েছিলেন। সেখানে কিছু নারীদের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি বললেন, "তোমরা সদকা দাও, কেননা আমি দোজখের আগুনে বেশীর ভাগ নারীদেরই পুড়তে দেখেছি"। তারা বলল:-"এর কারণ কি, ইয়া রসুলুল্লাহ?" তিনি বললেন:-"তোমরা অভিশাপ দাও এবং তোমাদের স্বামীদের প্রতি তোমরা অকৃতজ্ঞ। ধর্মে আর বুদ্ধিতে তোমাদের চেয়ে খাটো আমি আর কাউকে দেখিনি। একজন বুদ্ধিমান সংযমী পুরুষকে তোমাদের কেউ কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে"। তারা বলল:- "ইয়া রসুলুল্লাহ! ধর্মে আর বুদ্ধিতে আমরা খাটো কেন?" তিনি বললেন: "দু'জন নারীর সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সমান নয়?" তারা হ্যাঁ-বাচক জবাব দিল। তিনি বললেন: "এটাই হল বুদ্ধির ঘাটতি। এটা কি সত্যি নয় যে মাসিক-এর সময় নারীরা নামাজ এবং রোজা করতে পারে না?" তারা হ্যাঁ-বাচক জবাব দিল। তিনি বললেন: "এটাই হল ধর্মে ঘাটতি"।

সুনান আবু দাউদ ১১ খণ্ড, হাদিস ২১৫৫:

আবদুল্লা বিন আম'র বিন আ'স বলছেন: 'নবী (দঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ দাস-দাসী কিনলে বা বিয়ে করলে তাকে বলতে হবে- ও আল্লাহ! আমি এর স্বভাব চরিত্রে ভালো কিছুর জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করি। আর এর চরিত্রের মন্দ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। কেউ উট কিনলেও তাকে উটের কুঁজো ধরে এ কথা বলতে হবে"'।

(ইসলামের চোখে উট ও নারী সমান ব্যাপার! সুবহানাল্লাহ!)

সহিহ্ বোখারী ভল্যুম ৫,৭০৯:

সাহাবী আবু বাক্‌রা বলছেন, নবী (দঃ) বলেছেন যে, যে জাতি নারীর ওপরে নেতৃত্ব দেবে, সে জাতি কখনো সফলকাম হবে না।

(এইবার বুঝেন, বাংলাদেশের কোনো উন্নতি হয় না কেন। হাসিনা-খালেদারে সরায়ে আমিনীরে বসাইতে হবে। তাইলে দেশ উন্নতির দিকে যাবে।)

সহিহ্ মুসলিম, বই ৮ হাদিস ৩২৪০:

জাবির বলেছেন: আল্লাহর নবী (দঃ) একদিন এক স্ত্রীলোক দেখে তাঁর স্ত্রী জয়নাবের কাছে এলেন, সে তখন একটা চামড়া পাকা করছিল। তিনি তার সাথে সহবাস করলেন। তারপর তিনি তাঁর সাহাবীদের কাছে গিয়ে বললেন, নারী শয়তানের রূপে আসে যায়। তাই তোমাদের মধ্যে কেউ কোন নারীকে দেখলে নিজের স্ত্রীর কাছে যাবে, তাতে তার মনের অনুভূতি দুর হবে।

(ঠিক! নারীরা শয়তানের রূপেই আসে। কিন্তু আমার মতো যাদের স্ত্রী নেই, তারা কী করবে? বান্ধবীর কাছে যাবে? সেটা ইসলামে যায়েজ? আর যাদের বান্ধবীও নেই, তারা কী করবে? হস্তের দ্বারস্থ হবে? নাউজুবিল্লাহ! সেইটাও তো ইসলামে হারাম!)

এহিয়া উলুম আল দীন, ভলুম ২ পৃষ্ঠা ৩৬৭:

শয়তান নারীকে বলে: তোমরা আমার সৈন্যদলের অর্ধেক। তোমরা আমার অব্যর্থ তীর। তোমরা আমার বিশ্বস্ত। আমি যা চাই তা তোমাদের মাধ্যমে হাসিল করি। আমার অর্ধেক সৈন্য হল কামনা, বাকি অর্ধেক হল ক্রোধ।

(বুঝলেন তো? নারীরা সব শয়তানের দলে। এমনকি আপনার মা-বোন-স্ত্রী... সকলেই।)

এহিয়া উলুম আল দীন, ভলুম ২ পৃষ্ঠা ৩৭০-৩৭১ থেকে:

সাইদ ইবনে জুবায়ের বলেছেন, শুধুমাত্র দেখেই দাউদ (দঃ) এর মনে বাসনার উদ্রেক হয়েছিল। তাই তিনি তাঁর পুত্রকে (সুলায়মান দঃ) বললেন: হে পুত্র! সিংহ বা কালো-কোবরা সাপের পেছনে হাঁটাও ভাল, তবু কোন নারীর পেছনে হাঁটবে না। নবী (দঃ) বলেছেন:-"নারীর প্রতি কামনার চেয়ে পুরুষের জন্য বেশী ক্ষতিকর কিছু আমি রেখে যাচ্ছি না"।

(নিশ্চয়ই সিংহ বা গোখরো সাপ নারী অপেক্ষা কম ভয়ংকরী!)

এহিয়া উলুম আল দীন, ভল্যুম ২,পৃষ্ঠা ৩৭৩:

স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর চারটি বিষয় কম থাকতে হবে নতুবা সে তাকে অবজ্ঞা করবে: বয়স,শারীরিক উচ্চতা, ধন সম্পদ, এবং বংশগৌরব। স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর চারটি বিষয় বেশী থাকতে হবে:- সৌন্দর্য, চরিত্র, আদব-কায়দা, এবং ধর্মে মতি।

(বিয়ে বা প্রেম করার আগে ব্যাপারগুলো মাথায় রাখতে হবে।)

ইসলামী বিশ্বকোষ (ডিকশনারি অব ইসলাম) থেকে পৃষ্ঠা ৬৭৮-৬৭৯:

সমগ্র মানব জাতির জন্য নারীর চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছুই আমি রেখে যাচ্ছি না। দুনিয়া এবং নারী থেকে দূরে থাকবে। কারণ নারীর কারণেই ইসরাইলের পুত্ররা প্রথম পাপ করেছিল।

শাফী শরিয়া (রিলায়েন্স অফ দি ট্রাভেলার বা উমদাত আল সালিক), পৃষ্ঠা ৬৭২, নম্বর পি-২৮-১:

নবী (দঃ)বলেছেন: পুরুষরা ধ্বংস হয়ে গেছে যখনি তারা মেয়েদের অনুগত হয়েছে।

"ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃষ্ঠা ৬৭৫:

স্বামীদের জন্য নির্দেশ:

১। কষ্মিন কালেও স্ত্রীকে বেশী পিরীত দেখাবে না হে, তা হলেই সে কিন্তু লাই পেয়ে মাথায় উঠে সর্বদিকে বিশৃঙ্খল করে দেবে। চিত্ত যদি অতি প্রেমে গদগদ হয়ে ওঠেই, তবে অন্তত: স্ত্রীর কাছে সেটা চেপে রেখো বাপু!

২। বিষয়-সম্পত্তির পরিমাণ তো স্ত্রীকে বলবেই না, অন্যান্য গোপন কথাও লুকিয়ে রেখো সযত্নে। তা না হলেই কিন্তু সে তার দুর্বুদ্ধির কারণে সর্বনাশ করে দেবে সবকিছু।

৩। ও হ্যাঁ, তাকে কখনো কোন বাদ্য-বাজনা করতে দেবে না, আর যেতে দেবে না বাইরেও। পুরুষদের কথা বার্তা তো কিছুতেই শুনতে দেবে না।

(ভালো স্বামী হতে গেলে কী কী কর্তব্য, বুঝলেন তো?)

সুরা নিসা আয়াত নম্বর তিন (৪:৩) বলছে:

আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতিম মেয়েদের হক্ আদায় করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত।

(যাঁরা মনে করেন, একজন মুসলিম পুরুষ সর্বোচ্চ চারটি বিয়ে করতে পারবেন, তাঁরা ভুল জানেন। আসল ব্যাপার হলো, একই সময়ে সর্বোচ্চ চারটি স্ত্রী রাখা যাবে। চারজন বর্তমান স্ত্রীর যে কাউকে অথবা সবাইকে তালাক দিয়ে আবার সমসংখ্যক বিয়ে করা ইসলামসম্মত। নবীর নাতি ইমাম হাসান এই পদ্ধতি অবলম্বন করে তথ্যসূত্রভেদে ১২০ থেকে ৩০০ বার বিয়ে করেছিলেন।)

সুনান আবু দাউদ, বই ১১ হাদিস ২০৪৫:

মাকিল ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবীকে (দঃ) বলল "একটা উচ্চ বংশের সুন্দরী মেয়ে আছে, কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিয়ে করতে পারি?" নবী (দঃ) বললেন, "না"। সে তাঁর কাছে আবার এল। নবী (দঃ) আবার তাকে নিষেধ করলেন। সে তৃতীয়বার তাঁর কাছে এলে নবী (দঃ) বললেন: "সেই মেয়েদের বিয়ে কর যারা প্রেমময়ী এবং উৎপাদনশীল। কারণ আমি তোমাদের দিয়ে সংখ্যায় অন্যদের পরাস্ত করব"।

(শস্যক্ষেত্র যদি বন্ধ্যা হয়, তাহলে উৎপাদন চলবে কীভাবে!)

এহিয়া উলুম আল দীন, ভলুম ১, পৃষ্ঠা ২২৮:

নবী (দঃ)বলেছেন, উর্বর এবং বাধ্য মেয়েদের বিয়ে কর। যদি সে অবিবাহিতা হয় এবং অন্যান্য অবস্থা জানা না থাকে, তবে তার স্বাস্থ্য এবং যৌবন খেয়াল করবে যাতে সে উর্বর হয়।

এহিয়া উলুম আল দীন, ভলুম ১ পৃষ্ঠা ২২৯:

জাবের যখন এক পূর্ব-বিবাহিতাকে বিয়ে করল, তখন নবী (দঃ) বললেন: "কোন কুমারীকে বিয়ে করলে আরও ভালো হত কারণ তাহলে তোমরা পরস্পরের সাথে আরও উপভোগ করতে পারতে"।

সহিহ্ বোখারি ভলুম ৭ হাদিস ৮১:

উকবার বর্ণনামতে নবী (দঃ) বলেছেন: (বিয়ের) যে সব বিধানের মাধ্যমে তোমাদের অধিকার দেয়া হয়েছে (নারীদের) গোপন অঙ্গ উপভোগ করবার, সেগুলো মেনে চলতেই হবে।

(গোপন নারীঅঙ্গের প্রতি নবীজির আকর্ষণের কথা প্রকাশ হয়ে গেল!)

সুনান আবু দাউদ, বই ১১ হাদিস ২১২৬:

বাসরাহ্ নামে এক আনসারি বর্ণনা করলেন:

আমি পর্দায় আবৃত থাকা এক কুমারীকে বিবাহ করলাম। আমি যখন তার নিকটে আসলাম তখন তাকে দেখলাম গর্ভবতী। (আমি ব্যাপারটা নবীকে জানালাম।) নবী (সাঃ) বললেন: 'মেয়েটি মোহরানা পাবে। কেননা তুমি যখন তাকে মোহরানা দিলে তখন তার যোনি তোমার জন্য আইনসিদ্ধ হয়ে গেল। শিশুটি তোমার ক্রীতদাস হবে এবং শিশুর জন্মের পর মেয়েটিকে প্রহার করবে (এই মত ছিল হাসানের)।' ইবনে আবুস সারী বলেছেন: 'তোমার লোকেরা তাকে প্রহার করবে—খুব কঠোর ভাবে।

সহিহ্ মুসলিম, বই ৮ হাদিস ৩৩৬৬:

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন যে, নবী (দঃ) বলেছেন, যে স্ত্রী স্বামীর বিছানা থেকে অন্যত্র রাত্রি যাপন করে, ফেরেশতারা তাকে সকাল পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকে।

সহিহ্ মুসলিম, বই ৮, হাদিস ৩৩৬৭:

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন যে, নবী দঃ) বলেছেন: যাঁর হাতে আমার জীবন (আল্লাহ) তাঁর নামে বলছি, যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে, আর সে স্ত্রী সাড়া না দেয়, তবে সে স্বামী খুশী না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

ইমাম গাজ্জালী, বই এহিয়া উলুম আল দীন, ভলুম ১ পৃষ্ঠা ২৩৫:

নিজের সমস্ত আত্মীয়, এমন কি নিজের থেকেও স্বামীকে বেশী প্রাধান্য দিতে হবে। যখনই স্বামীর ইচ্ছে হবে তখনই সে যাতে স্ত্রীকে উপভোগ করতে পারে সে জন্য স্ত্রী নিজেকে সর্বদা পরিষ্কার এবং তৈরি রাখবে।

ইমাম শাফি শারিয়া আইন (উমদাত আল সালিক) থেকে, পৃষ্ঠা ৫২৫ আইন নম্বর এম-৫-১:

স্বামীর যৌন-আহ্বানে স্ত্রীকে অনতিবিলম্বে সাড়া দিতে হবে যখনই সে ডাকবে, যদি শারীরিকভাবে সে স্ত্রী সক্ষম হয়। স্বামীর আহ্বানকে স্ত্রী তিনদিনের বেশী দেরি করাতে পারবে না।

শারিয়া আইন থেকে (উমদাত আল সালিক), পৃষ্ঠা ৫২৬ আইন নম্বর এম-৫-৬:

যৌন মিলনের জন্য শরীর পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে স্ত্রীকে চাপ দেবার অধিকার স্বামীর আছে।

শারিয়া আইন থেকে, পৃষ্ঠা ৯৪ আইন নম্বর ই-১৩-৫:

স্ত্রী যদি বলে তার মাসিক হয়েছে আর স্বামী যদি তা বিশ্বাস না করে, তাহলে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা স্বামীর জন্য আইনত: সিদ্ধ।

বাংলা কোরান, পৃষ্ঠা ৮৬৭, তফসির:

কুরতুবী বলেন: এ আমাদের আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর যিম্মায় ওয়াজিব (বাধ্য), তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ: আহার,পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশী কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ, অপরিহার্য নয়।

শারিয়া আইন এম ১১.২ (ঐ বই পৃঃ ৫৪২)

স্বামীকে স্ত্রীর দৈনিক ভরণপোষণের ব্যয় বহন করতে হবে। স্বামী সচ্ছল হলে স্ত্রীকে প্রতিদিন এক লিটার শস্য দিতে হবে যা কিনা ঐ অঞ্চলের প্রধান খাদ্য। (O. এখানে প্রধান খাদ্য বলতে বুঝান হচ্ছে যা ঐ অঞ্চলের লোকেরা সর্বদা খায়, এমনকি তা যদি শক্ত, সাদা পনিরও হয়। স্ত্রী যদি তা গ্রহণ না করে অন্য কিছু খেতে চায়, তবে স্বামী তা সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে না। স্বামী যদি প্রধান খাদ্য ছাড়াও স্ত্রীকে অন্য কিছু খেতে দেয় তা স্ত্রী গ্রহণ না করলেও করতে পারে।) অসচ্ছল স্বামী প্রতিদিন তার স্ত্রীকে ০.৫১ লিটার খাদ্যশস্য দিবে। আর যদি স্বামীর সামর্থ্য এর মাঝামাঝি হয় তবে স্বামী তার স্ত্রীকে প্রতিদিন ০.৭৭ লিটার খাদ্যশস্য দিতে বাধ্য থাকবে।

(ক্যালকুলেটর নিয়ে হিসেব করতে থাকুন, আপনার স্ত্রীকে আপনি কী কী খাবার কতোখানি দেবেন।)

শারিয়া আইন এম ১১.৫ (ঐ বই পৃঃ ৫৪৪) কাপড় চোপড়ের খরচ:

স্ত্রী যে অঞ্চলে থাকবে ঐ অঞ্চলের যা প্রধান পোশাক স্ত্রী তা পাবে। (O. পোশাক নির্ভর করবে স্ত্রী লম্বা না বেঁটে, খর্ব না স্থূল এবং মরশুম গ্রীষ্ম না শীত কাল।) গ্রীষ্ম কালে স্বামী বাধ্য থাকবে স্ত্রীকে মাথা ঢাকার কাপড় দিতে। এছাড়া গায়ের লম্বা জামা, অন্তর্বাস, জুতা ও একটা গায়ের চাদর দিতে হবে, কেননা স্ত্রীকে হয়ত বাইরে যেতে হতে পারে। শীতের মরশুমে ঐ একই পোশাক দিতে হবে এবং অতিরিক্ত হিসাবে একটা লেপের মত সুতি বস্ত্রও দিতে হবে শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য। শীতের সময় প্রয়োজন পড়লে গরম করার তেল অথবা লাকড়ি যা দরকার তাও দিতে হবে। এ ছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী স্বামীকে দিতে হবে, কম্বল, বিছানার চাদর, বালিশ ইত্যাদি।

(তবে এক মৌসুমে যদিওই পোশাক ছিঁড়ে যায়, তাহলে স্বামী স্ত্রীকে নতুন পোশাক কিনে দিতে বাধ্য থাকবে না। যদি দেয়, সেটা হবে তার মহানুভবতা।)

শারিয়া আইন (উমদাত আল-সালিক) নম্বর এম ৫.৪ (পৃঃ ৫২৬):

স্ত্রীর দেহকে উপভোগ করার পূর্ণ অধিকার থাকবে স্বামীর। (A: আপাদমস্তক পর্যন্ত, তথা পায়ের পাতা পর্যন্ত। কিন্তু পায়ু পথে সঙ্গম করা যাবেনা—এটা বে-আইনি)। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যৌনসংগম কালে স্ত্রী যেন ব্যথা না পায়। স্বামী তার স্ত্রীকে যেখানে খুশী নিয়ে যেতে পারবে।

শারিয়া আইন (ঐ বই) নম্বর এম ৫.৬:

স্ত্রী তার যৌনাঙ্গকে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে বাধ্য থাকবে—এটা স্বামীর অন্যতম অধিকার। এই জন্য স্ত্রীকে মাসিক স্রাবের পর গোসল নিতে হবে এবং স্বামীর পূর্ণ যৌন উপভোগ করার জন্য যা যা দরকার তা তাকে করতে হবে। এর মাঝে থাকছে নিয়মিত যৌনাঙ্গের কেশ কামানো, এবং যৌনাঙ্গের ভিতরে জমে যাওয়া ময়লা দূর করা।

সহিহ মুসলিম বই ৮, নম্বর ৩৩৬৬:

আবু হুরায়রা বললেন: আল্লার রসুল (সঃ) বলেছেন যদি কোন রমণী তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাত্রি যাপন করে তবে ফেরেশতারা সেই নারীকে অভিশাপ দেয় ভোরবেলা পর্যন্ত।

(এই হাদিসটা অন্যের ভাষ্য দিয়েও বলা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে: যতক্ষণ না স্ত্রী স্বামীর বিছানায় ফিরে আসে।)

শারিয়া আইন এম ১০.৪ (উমদাত আল-সালিক, পৃঃ ৫৩৮)

স্ত্রীর গৃহ ত্যাগ করা যাবে না। স্বামীর অধিকার থাকবে স্ত্রীকে গৃহের বাইরে না যেতে দেওয়া। (O. এটা এ কারণে যে বাইহাকী বলেছেন যে রসুলুল্লাহ বলেছেন: যে রমণী আল্লাহ ও কেয়ামতে বিশ্বাস করে সে কখনো তার স্বামীর অবর্তমানে কোন বেগানা লোককে তার গৃহে প্রকাশের অনুমতি দিবে না, অথবা সেই রমণী গৃহের বাইরে যাবে যখন তার স্বামী বিক্ষুব্ধ হবে। কিন্তু স্ত্রীর কোন আত্মীয় মারা গেলে স্বামী চাইলে স্ত্রীকে গৃহ ত্যাগের অনুমতি দিতে পারে।

~ O ~

আর কতোদিন নারীদেরকে মুসলমান হয়ে থাকতে হবে? কতোদিন নারী হয়ে থাকবে শস্যক্ষেত্র? নারীর প্রতি এই "সম্মান" ইসলাম আরো কতোদিন দেখাবে?